unesco

Rural Craft & Cultural Hubs
of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal

মাটির পুতুল

মাটি নিয়ে খেলা

“ভুল হাতে মাটি ময়লা হতে পারে, কিন্তু সঠিক হাতে হতে পারে শিল্প

– লুপিতা নিয়ঙ্গ

আকাদেমি পুরস্কারজয়ী কেনিয়ান – মেক্সিকান অভিনেত্রী

পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (খোকরা),বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। ‘রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব’(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

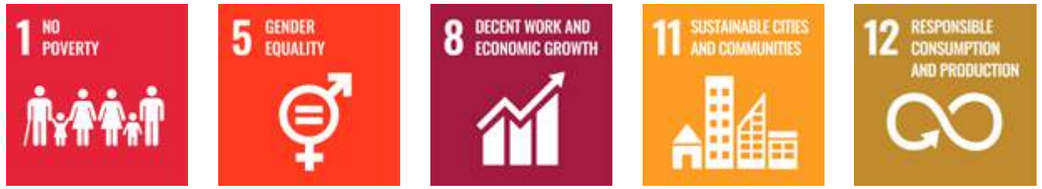

হস্তশিল্প

গড়পড়তা জিনিসকে আকর্ষণীয় করে তোলার মধ্যে রয়েছে মানুষের কল্পনার ঐশ্বর্য। একটি নদীর অববাহিকা হওয়ার কারণে পশ্চিমবঙ্গে মাটির প্রাচুর্য রয়েছে, যা ঘূর্ণির চমৎকার পুতুল বানানোর ঐতিহ্যের কাঁচামাল হিসেবে কাজে লাগানো হয়। বাস্তবসম্মত, প্রাকৃতিক থেকে প্রতীকী ঘূর্ণির পুতুলগুলির কদর রয়েছে সারা পৃথিবীতে। নিজস্ব শৈলী ও ফিনিশের গুণমানে পুতুলগুলি বিশিষ্ট। হস্তশিল্পীরা নরম মাটিকে ছোটো ছোটো পুতুলের আকার দেন। আকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থানের নিখুঁত উপস্থাপনা, পোশাক ও দারুণ অভিব্যক্তি কৃষ্ণনগরের প্রতিটি পুতুলকে করে তুলেছে এক সংগ্রহযোগ্য সামগ্রী। শৌখিন মানবমূর্তি থেকে বড় আকারের কাজ, জীবজন্তু থেকে ধর্মীয় আচারের মোটিফ সব মিলিয়ে এই শিল্পসামগ্রীগুলি কোনোরকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই শিল্পীদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দক্ষতার পরিচয় বহন করে চলেছে। এই সুন্দর জীবন্ত মাটির কাজগুলি প্রাণবন্ত রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে।

মাটির পুতুল বানানো বরাবরই বাংলার সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে তা গতি পায়। তিনি ছিলেন শিল্প, সাহিত্য এবং গানবাজনার সমঝদার। ১৭২৮ সালে তিনি বাংলাদেশের ঢাকা এবং নাটোর থেকে মৃৎশিল্পীদের নিয়ে এসে ঘূর্ণিতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করেন। এটা হয়ে ওঠে এক জনপ্রিয় শিল্প আঙ্গিক। চমৎকার দক্ষতার কারণে তাদের শিল্প ব্রিটিশ রাজপরিবার এবং রানী ভিক্টোরিয়া-সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাজপুরুষদের সুখ্যাতি ও প্রশংসা পায়। পুরস্কারজয়ী প্রথম শিল্পীর নাম রাম পাল (১৮১৬ – ১৮৫৩)।

হস্তশিল্প কেন্দ্র

জেলা - নদীয়া

কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর

নদীয়ার কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি পুতুল শিল্পীদের কেন্দ্র। এখানে রয়েছে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রাখা ৫০০ জন দক্ষ শিল্পী। মাটিকে নানারকম আকার দিয়ে তারা চমৎকার শিল্প গড়ে তোলেন। গ্রামীণ হস্ত ও সাংস্কৃতিক শিল্প প্রকল্পে রয়েছেন ৩০৯ জন শিল্পী।
এই অঞ্চলের বহু শিল্পী বিদেশে গেছেন, ভাস্কর হিসেবে কাজ করেছেন মন্দির, মসজিদ ও স্মৃতিসৌধে। দক্ষ ভাস্কর প্রয়াত কার্তিক চন্দ্র পালের কাজ ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর বহু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। এই অঞ্চলের বিখ্যাত শিল্পীরা হলেন, নরোত্তম পাল, প্রণব বিশ্বাস, রাণা মল্লিক প্রমুখ। সীমান্ত পাল, দেবু পাল, মনোরঞ্জন দাস, শঙ্কর অধিকারীর মতো তরুণ শিল্পীরাও নিজেদের কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

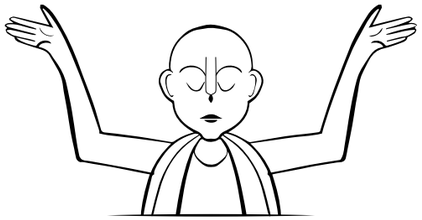

কৃষ্ণনগরের শিল্পী

পুরুষ- ২১০ | মহিলা - ৯৯

রাণা মল্লিক	7908938015
মনোরঞ্জন দাস	7908038190
সত্যজিৎ পাল	7364927800
সীমান্ত পাল	9614224173
দেবু পাল	9064163721
শঙ্কর অধিকারী	9126494214
প্রণব বিশ্বাস	9474483055

প্রক্রিয়া

মাটি থেকে পুতুল হয়ে ওঠার মাঝখানে বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে, শিল্পীরা মাটিকে প্রস্তুত করে আকাঙ্খিত রূপ দেয় এবং মোল্ড (রূপদান) করার আগে অন্তত এক রাত রেখে দেয়। পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টি হল মূর্তিগুলিকে শুকিয়ে নেওয়া। পুতুলগুলিকে সাধারণত খোলা জায়গায় সূর্যের আলোয় শুকিয়ে নেওয়া হয়। কোনো কোনো সময় এই কাজের জন্য হ্যান্ড ব্লোয়ার ব্যবহার করা হয়। যখন মাটির পুতুলগুলি সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়, তখন ৫০০ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড তাপমাত্রার ফার্নেসে ৪-৫ ঘণ্টা ধরে পোড়ানো হয়।

পুতুলগুলিকে সুন্দরভাবে বিভিন্ন উজ্জ্বল রং দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল চক্ষুদান এবং পুতুলের মুখের অভিব্যক্তিকে ফুটিয়ে তোলা। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল তার রং ব্যবহারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে সারা পৃথিবী জুড়ে আরও বেশি প্রশংসা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। এরপর, উজ্জ্বল-ভাব বাড়ানোর জন্য বার্ণিশের সঙ্গে কেরোসিন মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। এইসব বিশেষ দক্ষতা ব্যবহারের কারণে শিল্পীরা রাজ্য, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত এবং পুরস্কৃত হয়েছে।

১ প্রথম পর্যায়ে, শিল্পীরা মাটিকে প্রস্তুত করে আখাঙ্খিত রূপ দেয় এবং মোল্ড (রূপদান) করার আগে অন্তত এক রাত রেখে দেয়।

২ মূর্তিগুলোকে রূপদান করা এবং শুকিয়ে নেওয়া হয়।

৩ শুকনো মূর্তিগুলোকে ফার্নেসে দেওয়া হয়। মূর্তিগুলোকে ৫০০ ডিগ্রি সেন্ট্রিগ্রেড-এ ৪-৫ ঘণ্টা ধরে রেখে দেওয়া হয়।

৪ এবারে মূর্তিগুলোকে রং করা হয়।

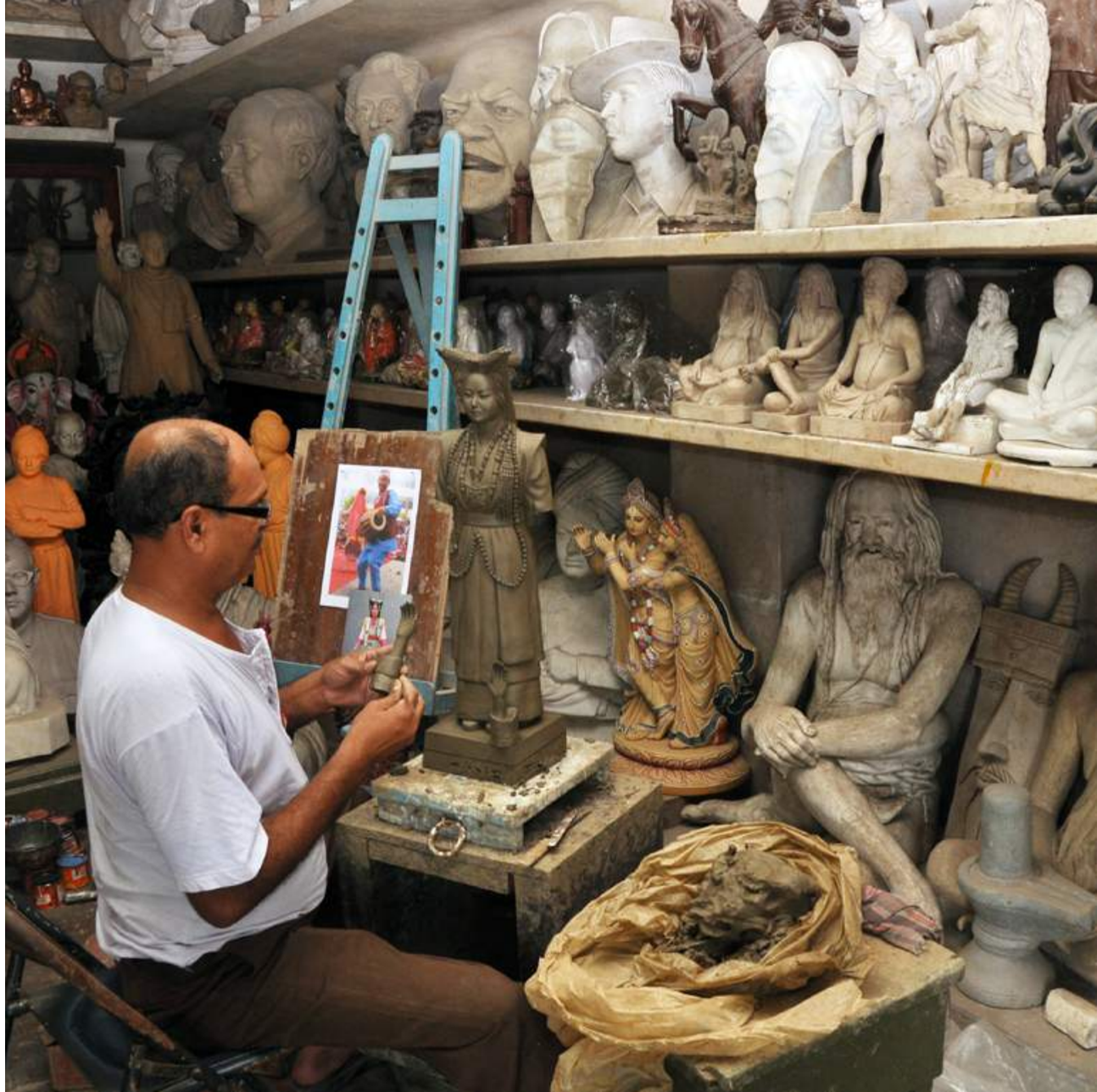

পণ্যগুলি

বাঙালিরা তাদের মাটির খেলনাকে ভালোবেসে পুতুল বলে। পুতুলের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে পুতুল প্রস্তুতকারকদের ভাবনা। তাদের কাজের গুণে বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের মূর্তিগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাদের মাছ ধরা, চাষবাস, ময়লা তোলা, ঝুড়ি/চুবড়ি বোনা, রান্না করা, কাপড় কাচা ইত্যাদি বাস্তবধর্মী পুতুলগুলির মধ্যে দৈনন্দিন গ্রাম্য জীবনের এক ছবি ফুটে ওঠে। এছাড়াও তারা গড়েন ফলমূল, শাকসবজি, পাখি এবং জীবজন্তুর মাটির পুতুল।

প্রতিমা শিল্পী হিসেবেও তাদের খ্যাতি আছে। উৎসবের সময় সারা বাংলায় তাদের প্রতিমার খুব চাহিদা থাকে। তাদের তৈরি প্রতিমাগুলি দেশের অন্যান্য অংশ-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যায়।

বৈচিত্রময়
মাটির
পুতুল

বিভিন্ন পুতুল

দূর্গা প্রতিমা

www.rcchbengal.com

www.facebook.com/RuralCraftandCulturalHubs

unesco

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal